ৈনক ইনকিলাব

APR. 05 [redacted]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

য়া পদ্ধতি নকলরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ

এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং নিয়ে হতাশা

ালাহউদ্দীন বাবলু ॥ এবারের সএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় গ্রেডিং দ্ধতির ফলাফল নিয়ে দেশের লাখ লাখ াধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের ধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ াকস্মিকভাবে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করায় বার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার সার্বিক লাফল খুবই খারাপ হবার সম্ভাবনা য়েছে। নতুন চালু করা এই গ্রেডিং দ্ধতিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত ায় সম্ভাবনাই সর্বাধিক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ন্যূনতম পূর্ব ধারণা দিয়েই পরীক্ষার মাত্র ৩ দিন আগে ারের এসএসসি পরীক্ষা থেকেই গ্রেডিং দ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় গ্রেডিং পয়েন্টের মূল্যায়নে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকদের মধ্যেও প্রচণ্ড গোলকধাঁধা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। গ্রেডিংয়ের অনেক বিষয়ই এখনো তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এ পদ্ধতিতে ভালো ফলাফলের কৌশল কি তা নিয়ে সবার মনেই নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সার্টিফিকেট বা নম্বরপত্র কিভাবে দেয়া হবে তা নিয়েও রয়েছে নানা জিজ্ঞাসা।

প্রতিটি বিষয়ের গ্রেডিং পয়েন্টের যোগফলকে গড় করে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে গ্রেডিং পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) দিয়ে ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও সকল বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের বিষয়টি নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে

রকারের

এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং নিয়ে হতাশা

-এর পৃষ্ঠার পর

য়েছে। তাছাড়া চতুর্থ বিষয়ের কোন ম্বরই ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়েও সবার ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভ তো য়েছেই। এ অবস্থায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে ্লতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল খুবই খারাপ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে 'এ' প্লাস অনুযায়ী সার্বিক ফলাফলে জিপিএ ৫ পয়েন্ট পাওয়া তো দূরের কথা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে জিপিএ ৪ পয়েন্ট পেতেই হিমশিম খাবে। পাস করা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগকেই ২ থেকে ৩-এর মধ্যে জিপিএ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ অধিকাংশ বিষয়ে 'এ' কিংবা 'এ' প্লাস গ্রেড পেলেও দু'এক বিষয়ে একটু খারাপ করলেই তার জিপিএ'র অনেক পতন ঘটবে। তাছাড়া ১০ বিষয়ে অর্জিত সর্বমোট নম্বরের পরিমাণ বাড়িয়েও কোন লাভ হবে না। প্রতিটি বিষয়েই আলাদা আলাদাভাবে গ্রেডিং পয়েন্ট বাড়াতে হবে। কারণ, গ্রেডিং পয়েন্টটাই আসল ফলাফল। অপরদিকে এক বিষয়ে কম নম্বর পেয়ে আরেক বিষয়ে বেশী নম্বর দিয়ে তাকে টেনে তোলাও যাবে না। ৭৮ এবং ৮০ নম্বরের মধ্যে বাস্তবে রয়েছে অনেক ফারাক। আবার ৮০ এবং ১০০ নম্বরের মধ্যে কোন পার্থক্যই বাস্তবে নেই। শিক্ষকদের মতে, এ অবস্থায় মাদ্রাসা বোর্ডসহ ৮ শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক ফলাফলেই এবার নামবে ব্যাপক ধস। জিপিএ ৪ বা তার বেশী হবে খুবই কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর। ৫ পাবে না কেউই। কারণ, জিপিএ ৫ পেতে হলে সব বিষয়েই লেটার মার্কস অর্থাৎ কমপক্ষে ৮০ তুলতে হবে। যা প্রায় অসম্ভব। গ্রেডিং পদ্ধতিতে বেশীরভাগ মেধাবী ছাত্রছাত্রীই মধ্যমানের (সাবেক ২য় বিভাগ) বলে বিবেচিত হবে। আগের সনাতনী পদ্ধতিতে লেটার, স্টার, স্ট্যান্ড যাই থাকুক না কেন, সার্টিফিকেট অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের ১ম, ২য় ও ৩য়- এই তিন বিভাগে ভাগ করা হত। কিন্তু গ্রেডিং পদ্ধতির সার্টিফিকেটে ছাত্রছাত্রীরা পয়েন্ট নাম্বার অনুযায়ী প্রায় ৫০ ভাগে বিভক্ত হবে। কারণ, এই সার্টিফিকেটে সামগ্রিকভাবে 'এ' 'বি', 'সি', 'ডি' ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে না। সার্টিফিকেটে প্রাপ্ত জিপিএ নম্বর ১, ১ দশমিক ১, ১ দশমিক ২, ১ দশমিক ৩, ১ দশমিক ৯, ২, ২ দশমিক ১ এভাবে ৫ পর্যন্ত উল্লেখ থাকবে। নম্বরপত্রে প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পাশাপাশি গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট এবং সবশেষে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ অর্থাৎ জিপিএ নম্বর উল্লেখ থাকবে। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর, গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ করা হলেও তা সার্বিক ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। সব বিষয়ের প্রাপ্ত মোট নম্বরের যোগফলও দেখানো হবে না। [illegible]

৮১ ('এ' প্লাস-৫ পয়েন্ট), রসায়নে ৮০ ('এ' প্লাস-৫ পয়েন্ট) এবং জীববিজ্ঞানে ৮৩ ('এ' প্লাস-৫ পয়েন্ট) পেল।

তার সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৭৮২ হলেও সর্বমোট গ্রেড পয়েন্ট ৩৯ হিসেবে গড় গ্রেড পয়েন্ট (জিপিএ) ৪ দশমিক ৮৭। এই ৪ দশমিক ৮৭-ই তার মূল ফলাফল।

আবার অপর একজন পরীক্ষার্থী বাংলায় মোট ১৪৪ [illegible]র্থাৎ গড় ৭২ হিসেবে 'এ' গ্রেড (৪ প[illegible] ইংরেজীতে মোট ১৫৩ অর্থাৎ গড় ৭[illegible] হিসেবে 'এ' গ্রেড (৪ পয়েন্ট), অংকে ৯৭ অর্থাৎ 'এ' প্লাস গ্রেড (৫ পয়েন্ট), ধর্মে ৭৪ 'এ' গ্রেড (৪ পয়েন্ট), উচ্চতর গণিতে ৯৫ 'এ' (প্লাস ৫ পয়েন্ট) পদার্থ বিদ্যায় ৯৩ 'এ' (প্লাস ৫ পয়েন্ট), রসায়নে ৯১ 'এ' (প্লাস ৫ পয়েন্ট) এবং জীববিদ্যায় ৯২ 'এ' (প্লাস ৫ পয়েন্ট) পেল।

তার সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৯ হলেও সর্বমোট গ্রেড পয়েন্ট ৩৭ হিসেবে গড় গ্রেড পয়েন্ট (জিপিএ) ৪ দশমিক ৫। এই ৪ দশমিক ৫-ই হবে তার ফলাফল এবং সার্টিফিকেটে এই নাম্বারটিই উল্লেখ্য থাকবে।

এক্ষেত্রে দেখা যাবে, প্রথম জনের সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর কম হলেও জিপিএ বেশী। আবার দ্বিতীয় জনের সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর বেশী হলেও জিপিএ তুলনামূলকভাবে কম। তাই সর্বমোট নম্বরের ব্যাপ্তির চেয়ে ভাল ফলাফলে গ্রেড পয়েন্ট নম্বরই গুরুত্বপূর্ণ। কারো ৪র্থ বিষয় থাকলেও তার কিছুই যোগ হচ্ছে না। কেবল উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি কাজে আসতে পারে।

বোর্ড থেকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে জিপিএ এবং বাকী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে 'এফ' লেখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে। স্কুল-কলেজসমূহের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও পর্যায়ক্রমে এই লেটার গ্রেড পদ্ধতি চালু করতে হবে। উল্লেখ্য, লেটার গ্রেড পদ্ধতিতে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত ৮০ বা তার উর্ধ্বের নম্বরকে 'এ' প্লাস গ্রেড (৫ পয়েন্ট), ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরকে 'এ' গ্রেড (৪ পয়েন্ট), ৫১ থেকে ৫৯ নম্বরকে 'বি' গ্রেড (৩ পয়েন্ট), ৪১ থেকে ৫০ নম্বরকে 'সি' গ্রেড (২ পয়েন্ট), ৩৩ থেকে ৪০ নম্বরকে 'ডি' গ্রেড (১ পয়েন্ট) এবং ৩২ বা তার নীচের নম্বরকে 'এফ' গ্রেড (০ পয়েন্ট) বা ফেল হিসেবে ধরা হয়েছে।

এদিকে গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ন্যূনতম পরিচিত হবার এবং এ ব্যাপারে পরীক্ষার পূর্বেই বিস্তারিত ধারণা লাভের প্রয়োজনীয় সময় না দেয়ায় সংশ্লিষ্ট এসএসসি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ শিক্ষকরাও এজন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা